কালের কণ্ঠ

তারিখ 11 AUG 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

শিশু একাডেমিতে গতকাল 'বঙ্গবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো' শীর্ষক বইপড়া অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের সঙ্গে অতিথিরা। ছবি : কালের কণ্ঠ

বই পড়ে বই পুরস্কার

নওশাদ জামিল ▷

মাথাভর্তি কাঁচা-পাকা চুল, চোখে চশমা। পরনে রঙিন হাফ হাতা শার্ট। হালকা গড়নের মানুষটির নাম মুহম্মদ জাফর ইকবাল। শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে তাঁর অপেক্ষায় ছিল সারা দেশ থেকে আসা অসংখ্য শিশু-কিশোর। ঘড়ির কাঁটা বিকেল সাড়ে ৩টার ঘরে। শিশু একাডেমির দুরন্ত ভাস্কর্যের সামনে এলেন মুহম্মদ জাফর ইকবাল। তাঁকে দেখেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে শিশু-কিশোররা। বাবা-মায়ের হাত ছেড়ে ওরা দৌড়ে চলে আসে তাঁর কাছে। প্রিয় লেখককে কাছে পেয়ে ওরা যেন খুশিতে আত্মহারা। পাশে দাঁড়িয়ে কেউ ছবি তুলল, কেউবা নিল অটোগ্রাফ। এরপর শুরু হলো তুমুল আড্ডা আর কথন।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল গতকাল বৃহস্পতিবার সারা দেশ থেকে আসা অসংখ্য শিশু-কিশোরের সঙ্গে আড্ডা দেন, গল্পে গল্পে তুলে ধরেন মুক্তিযুদ্ধের কথা। পাশাপাশি তাঁর বই পড়ে বিজয়ী ৭১ শিশুর হাতে পুরস্কার হিসেবে তুলে দেন বই, প্রাইজবন্ড ও সনদপত্র।

শিশু একাডেমির আয়োজনে সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন জেলার প্রায় তিন হাজার শিশু-কিশোর পড়ার সুযোগ পায় মুহম্মদ জাফর ইকবালের লেখা গ্রন্থ 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ'। বইটি পড়ে 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শিরোনামের রচনা লিখতে বলা হয়েছিল তাদের। প্রতিযোগিতায় তাদের মধ্যে বিজয়ী হয় ৭১ জন শিশু-কিশোর। গতকাল শিশু একাডেমিতে এক আনন্দঘন আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই বিজয়ীদের হাতে বই ও পুরস্কার তুলে দেন মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে শিশু একাডেমি গতকাল থেকে 'বঙ্গবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো' শীর্ষক পাঁচ দিনব্যাপী জাতীয় শোক দিবস পালনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তারই

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

বই পড়ে বই পুরস্কার

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

অংশ হিসেবে এমন আয়োজন।

পাঁচ হাজার টাকার বই ও পাঁচ হাজার টাকার প্রাইজবন্ড পুরস্কার পায় দিনাজপুরের কিশোর পাঠক সায়েম কাওসার। পুরস্কার পেয়ে অত্যন্ত খুশি সে। অনুভূতি প্রকাশ করে সায়েম কাওসার বলল, 'মুক্তিযুদ্ধ আমরা দেখিনি। কিন্তু মুহম্মদ জাফর ইকবালের বইটি পড়ে স্পষ্টই যেন দেখতে পাচ্ছিলাম একাত্তরের দিনগুলো। বইটি পড়ে খুব আন্দোলিত হয়েছি।' সায়েম আরো বলল, 'বইটি পড়েই লিখেছিলাম ছোট একটি রচনা। কিন্তু তার জন্য পুরস্কার পাব ভাবিনি। অনেক বই পেলাম, সঙ্গে টাকাও পেলাম। সত্যিই খুব আনন্দ হচ্ছে।'

রচনা লিখে পুরস্কার পেয়েছে বরিশালের ঐশী ঐশ্রীলা প্রাচী। বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির এই শিক্ষার্থীর অভিব্যক্তি, 'মুহম্মদ জাফর ইকবাল আমার প্রিয় লেখক। তাঁর বইটি খুব আনন্দের সঙ্গে পড়েছিলাম। বইটি পড়ে একটা রচনাও লিখেছিলাম। বই পড়ে অনেক বই পুরস্কার পেলাম।'

প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বে শিশু একাডেমিতে গতকাল সকাল ১০টায় 'বঙ্গবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো' বিষয়ে নির্বাচিত খুদে পাঠকদের কুইজ প্রতিযোগিতা হয়। তার মধ্য দিয়ে সেরা ১১ জনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। বিকেলে বিজয়ী ১১ জনসহ মোট ৭১ জনের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে মুহম্মদ জাফর ইকবাল ছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি। স্বাগত বক্তব্য দেন শিশু একাডেমির পরিচালক আনজীর লিটন। সভাপতিত্ব করেন একাডেমির চেয়ারম্যান কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

এর আগে একাডেমির মূল ফটকে শিশু একাডেমির নতুন বই বিক্রয় কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়। তখন শিশুদের সঙ্গে আড্ডায় মেতে ওঠেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। তিনি অসংখ্য শিশুকে নিজের লেখা 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' বইটিতে অটোগ্রাফ দেন।

কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোরদের খুব ভালোবাসতেন। মানুষটিও ছিলেন শিশুর মতোই সরল। শিশুদের সঙ্গে মিশতেন শিশু হয়েই। জীবিত অবস্থায় নিজের শেষ জন্মদিন ১৯৭৫ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু গণভবনে ডেকেছিলেন শিশু-কিশোরদের। গণভবনের সবুজ চত্বর তাদের ছেড়ে দিয়ে তিনি বলেন—তোমরা খেলো, তোমরা আনন্দ করো।'

'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' বইটির প্রকাশক শিশু একাডেমি। ঝকঝকে রঙিন কাগজ ও ছবি সংবলিত বইটিতে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। বইটির মূল্য ২০৫ টাকা।